একক ১৪ ❐ উপভাষাতত্ত্ব

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ প্রস্তাবনা

১৪.৩ উপভাষা

১৪.৪ উপভাষা নির্ণয় ঃ পারস্পরিক বোধগম্যতা

১৪.৫ ক্ষেত্রসমীক্ষা

১৪.৫.১ নমুনা সংগ্রহের স্তর। উপভাষা মানচিত্র

১৪.৫.২ ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য উপাদান নির্বাচন। উপভাষা মানচিত্র

১৪.৫.৩ ভাষা ব্যবহার চিহ্নিত করার বিভিন্ন সূচক। ভাষা মানচিত্র

১৪.৬ ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল

১৪.৭ সারাংশ

১৪.৮ অনুশীলনী

১৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

- ভাষার সঙ্গে উপভাষার পার্থক্য বোঝা যাবে।
- নানা অঞ্চলে ভাষা যে বদলে বদলে যাচ্ছে তা উপলব্ধ হবে।
- একই ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এক অঞ্চলের লোকের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের লোকের মধ্যে যে ভাষাগত পার্থক্য তৈরি হচ্ছে তার কারণ ও সেই বিষয়টি বোঝা যাবে।
- ভাষা মানচিত্র তৈরি ও ক্ষেত্র গবেষণার পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করা যাবে।

১৪.২ প্রস্তাবনা

উপভাষা হল প্রকৃত ভাষা ব্যবহার। একই ভাষার অঞ্চল ভেদে ভাষা ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য তাই নিয়ে তৈরি হয়েছে উপভাষাতত্ত্ব। উপভাষাতত্ত্বের কাজকর্ম আমাদের দেশে কিছু কিছু হয়েছে। গোপাল হালদার, কৃষ্ণপদ গোস্বামী, মনিরুজ্জামান, নির্মল দাস প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী এ বিষয়ে নানা গবেষণা করেছেন।

বর্তমান যুগে সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যেই উপভাষাতত্ত্বের আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ নানা শ্রেণি উপভাষার পাশাপাশি অঞ্চলভেদে ভাষার যে বৈচিত্র্য পাই তা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। উপভাষা তত্ত্বের সমাজ-পরিষেবা ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এখানে সমাজভাষাবিজ্ঞানের মধ্যেই উপভাষাতত্ত্বের আলোচনা করা হল।

১৪.৩ উপভাষা

উপভাষাতত্ত্বে (Dialectalogy) একটি ভাষার অন্তর্গত রূপগত পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রথাগত ধারণা থেকে বলা যায় যে, কোনো একটি ভাষার শিষ্ট বা আদর্শরূপ থেকে বিচ্যুতি ঘটলে তাকে উপভাষা (Dialect) বলে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমরা কোনো এক বিশেষ অঞ্চলের ভাষাকে আদর্শ বা শিষ্ট ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করি। আর তার পেছনে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা কারণ থাকে। ফলে, আদর্শভাষাও কোনো এক অঞ্চলের ভাষা। এই ভাষার সঙ্গে উপভাষাগুলির পারস্পরিক পার্থক্য থাকতেই হবে। সুতরাং শিষ্ট বা আদর্শ ভাষা থেকে উপভাষার জন্ম হয়—এ ধারণা বর্তমানে গ্রহণ করা হয় না। ঠিকঠাক বলতে গেলে, উপভাষা হল একই ভাষার নানা রূপগত বৈচিত্র্য। ভাষা থেকে তাকে আলাদা করা যায় না।

"An dialect is a language such that (i) theres is at least other language with which it has a highe degree of similarity; (ii) there is no language which is regionally included within it as a proper past; and (iii) neither its writing system nor its promneiation nor its lexicon nor its syntax is officially normalized." [Ammon, 1983, pp. 63]

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব—একটি উপভাষাও হল ভাষা। এর মধ্যে অবস্থিত বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

ক) উপভাষা হল সেই ভাষা যার সঙ্গে অন্ততপক্ষে চূড়ান্তভাবে সাদৃশ্যযুক্ত একটি ভাষা থাকবে।

খ) অন্য কোনো ভাষা আঞ্চলিক ভাবে এ ভাষার যথার্থ অংশ হিসাবে থাকবে না।

গ) এই ভাষার লিখনপদ্ধতি, উচ্চারণ পদ্ধতি, শব্দকোষ বা এর অন্বয় বৈশিষ্ট্যের নিরিখে অবশ্যই আলোক ভাষা হিসাবে বিবেচিত হবে।

ঘ) আদর্শ ভাষা থেকে এটি আলাদা হবে।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে,

- প্রত্যেকটি মানুষের ভাষা আলাদা। তাকে বলে নিভাষা (idealect)।
- কতকগুলি নিভাষা বা ব্যক্তির নিজ ভাষা জুড়ে একটি বড়ো ভাষাগোষ্ঠী হয়। তাকে বলে বিভাষা (sub-dialect)।

● এই বিভাষাগুলি সাদৃশ্য অনুসারে আরও বড়ো গোষ্ঠী তৈরি করে। তাকে বলে উপভাষা (Dialect)।

● উপভাষাগুলি মিলিতভাবে কোনো একটি ভাষার সম্পূর্ণ রূপ তৈরি করে। সুতরাং বলা চলে, ভাষা হল একটি বিমূর্ত ধারণা। উপভাষাগুলি হল তার মূর্ত বা প্রকৃত রূপ।

১৪.৪ উপভাষানির্ণয় ঃ পারস্পরিক বোধগম্যতা

একটি উপভাষা কতটা অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছে তা জানতে গেলে পারস্পরিক বোধগম্যতা (Mutual Intelligibiltiy) বিষয়টি জানা প্রয়োজন। উপভাষাগুলি আসলে পারস্পরিক বোধগম্যতার মাধ্যমে গৃহীত ভাষা রূপ। যেখানে বোধগম্যতা কাজ করছে না তা পৃথক ভাষা তৈরি করছে। আর যেখানে বোধগম্যতা আছে সেখানে একই ভাষা আছে। এরকম সিদ্ধান্ত করা হয়।

যদি দুজন লোক তাদের কথা বলার পার্থক্য সত্ত্বেও একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারে তবে তারা আলাদা আলাদা উপভাষা বলছে বোঝা যাবে। কিন্তু যদি তারা একে অন্যের ভাষা বুঝতে না পারে তবে তারা আলাদা আলাদা ভাষা ব্যবহার করছে। একজন কলকাতাবাসী আর একজন চট্টগ্রামবাসী লোক যদি পরস্পরের কথা বুঝতে পারে কিন্তু তাদের কথা বলার ভাষায় যদি পার্থক্য থাকে তবে তারা দুটি পৃথক উপভাষা ব্যবহার করছে বলা যাবে। আজ যদি একজন দক্ষিণভারতীয় লোকের সঙ্গে একজন বাঙালির ভাষাগত পার্থক্য এমন হয় যে কেউ কারো কথা বুঝতে পারে না তবে তারা পৃথক দুটি ভাষা ব্যবহার করছে প্রমাণিত হবে।

Hockette বলেন, একটি নিভাষা থেকে অন্য নিভাষা পারস্পরিক বোধগম্য কিনা তা দেখা প্রয়োজন। প্রথমে আমরা পারস্পরিক বোধগম্য যে নিভাষাগুচ্ছ পাবো তাকে সহজভাষা (L-simplex) বলা হবে। পারস্পরিক বোধগম্য এবং পারস্পরিক বোধগম্য নয় এমন ভাষা মিলিতভাবে তৈরি করে জটিল ভাষা (L-Complex)। পারস্পরিক বোধগম্য দুটি বা এতোধিক নিভাষা এবং পারস্পরিক যেতে পারে। এই রেখাচিত্রের প্রত্যেকটি বিন্দু এক একটি নিভাষা। রেখা দ্বারা নিভাষাগুলির মধ্যে শৃঙ্খল তৈরি করা হয়েছে।

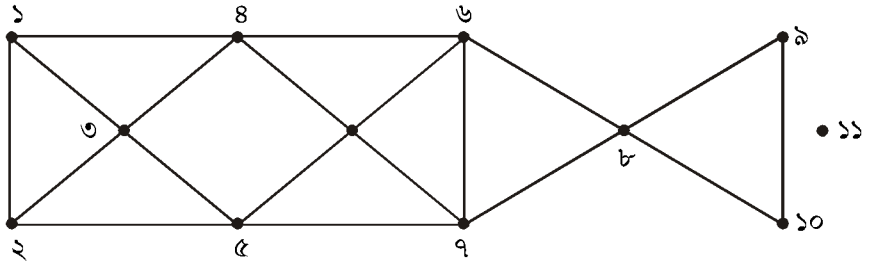

প্রথম সহজ নিভাষাগুচ্ছ	ঃ	১	২	৩	৪	৫	পারস্পরিক বোধগম্য
দ্বিতীয় সহজ নিভাষাগুচ্ছ	ঃ	৪	৫	৬	৭		পারস্পরিক বোধগম্য
তৃতীয় সহজ নিভাষাগুচ্ছ	ঃ	৬	৭	৮			পারস্পরিক বোধগম্য
চতুর্থ সহজ নিভাষাগুচ্ছ	ঃ	৮	৯	১০			
প্রথম সহজ নিভাষাগুচ্ছ	ঃ	১১					

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ সহজ নিভাষাগুচ্ছ নয় কারণ ১২৩ এর সঙ্গে ৬ এর পারস্পরিক বোধগম্যতা নেই। সুতরাং ১ ২ ৩ ৪ ৫ পারস্পরিক বোধগম্য। অথচ ১ থেকে ১০ পারস্পরিক বোধগম্যতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ১ ৫ ৬ ৮ ১০ কিংবা ১ ৫ ৪ ৭ ৮ ১০ এর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে। ফলে ১-১০ একটি সহজ ভাষা গঠন করছে। ১১টি ১-১০ এর শৃঙ্খলের বাইরে অবস্থিত। ফলে সেটি গঠন করছে অন্য সহজ ভাষা। ১-১১ গঠন করছে জটিল ভাষা (L-Complex)।

আর এভাবেই উপভাষা অঞ্চলে নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব।

১৪.৫ ক্ষেত্রসমীক্ষা

উপভাষা অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—উপভাষার এলাকা ঠিক করা। উপভাষার প্রকৃত রূপ নির্ণয় করা এবং উপভাষার নিদর্শন সংগ্রহ করা। এ কাজ কেবল বই পড়ে বা লোকের কাছে শুনে সম্ভব নয়। এর জন্যে চাই যথোপযুক্ত শিক্ষা। যথাযথ ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে উপভাষা চিহ্নিত করা তার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণ করা ইত্যাদি।

উপভাষার উপাত্ত সংগ্রহের দুটি প্রধান পদ্ধতি আছে। পরোক্ষ পদ্ধতি ও প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

ক. পরোক্ষ পদ্ধতি

Wenker পরোক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে উপভাষার নিদর্শন ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে শিক্ষিত লোকেদের মাধ্যমে উপভাষা নিদর্শন ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত স্থানীয় লোকের মাধ্যমে এই নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়। তবে স্থানীয় লোক যে হবেই হবে এমন কোনো কথা নেই। ডাকযোগে উপভাষার নিদর্শন সংগ্রহ করা যেতে পারে। বর্তমানে এই পদ্ধতি খুব একটা ব্যবহার করা হয় না।

খ. প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আরম্ভ করেন Gillieorn। সরাসরি নিজে গিয়ে উপভাষার নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষককে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সরাসরি মুখের ভাষা সংগ্রহ করা যেতে পারে। লিখিতভাবে নিদর্শন সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে ভালো হয় টেপরেকর্ডার বা ভিডিও টেপ নিয়ে মুখের ভাষা সংগ্রহ করা।

পরোক্ষ পদ্ধতিতে একসঙ্গে প্রচুর উদাহরণ কম খরচে এবং কম সময়ে সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু এর একটি অসুবিধাও আছে। যাঁরা তথ্য সংগ্রহ করে দেন অনেক সময় তাঁদের তথ্য ও নমুনা সংগ্রহের জন্য যে শিক্ষা দরকার তা থাকে না। অনেক সময় তাঁরা স্বনিম লিপি ব্যবহার করতেও জানেন না। ফলে ভাষার প্রকৃত উদাহরণটি কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে। ফলে, পরোক্ষ পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানসম্মত দিকটি মানা হয় না।

প্রত্যক্ষ ইন্টারভিউ পদ্ধতিতে নিশ্চিতভাবে সেই ভাষার লোকের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে ভাষাসংগ্রহ করলে ভাষার উচ্চারিত রূপটি ধরা থাকে। আর সেটি-ই ভাষার আসল চেহারা। অবশ্য এর অসুবিধাও আছে কিছু। এ ধরনের ক্ষেত্রসমীক্ষা ব্যয় বহুল ও সময়সাপেক্ষ। সীমাবদ্ধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ উপাদান নিয়ে এ কাজ করা হয়।

১৪.৫.১ নমুনাসংগ্রহের স্তর—উপভাষা মানচিত্র

উপভাষা জরিপ এবং উপভাষা মানচিত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আর প্রত্যক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে এই নমুনা সংগ্রহ করা উচিত। Hockett উপভাষা মানচিত্র তৈরি করবার ক্ষেত্রে কতকগুলি স্তরের কথা বলেছেন। এই স্তরগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়। এই স্তরগুলি আমরা এভাবে সংক্ষেপে দেখতে পারি।

ক. প্রথমে একটি অঞ্চলে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য কোথায় আসছে তার প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে নিতে হবে। আর সেজন্য সেই অঞ্চলের একটি প্রাথমিক সমীক্ষা করে নিতে হবে। একে পাইলট সার্ভে বলে।

খ. তারপর, যে প্রাথমিক পরিমাপক তৈরি করতে হবে তার দুটি দিক থাকবে। একটি দিক হল—যে যে অঞ্চলের ভাষা সংগ্রহ করতে হবে তার তালিকা। দ্বিতীয় দিক হল—কথা বলার কোন কোন বিষয় বা উপাদান পর্যালোচনা করা হবে তার তালিকা। এই তালিকা প্রশ্নোত্তরের ধাঁচে হবে।

গ. তৃতীয় পর্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষক ওই নির্বাচিত অঞ্চলগুলিতে এক বা একাধিক তথ্যপ্রদাতা নির্বাচন করবেন। ওই অঞ্চলে ছোটোবেলা থেকে বসবাস করছেন এমন কোনো বয়স্ক ব্যক্তি যদি তথ্যপ্রদাতা হন তবে ভালো হয়। তাঁর জন্য একটি প্রশ্নোত্তর তৈরি করা হবে।

ঘ. চতুর্থ পর্যায়ে, এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করে ইনডেক্স কার্ডে সাজানো যেতে পারে। সাজানোর ক্ষেত্রে বর্ণনুক্রমে বিষয় অনুসারে, অঞ্চল অনুসারে বা কোনো বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজাতে হবে। বর্তমান সমাজে, গণকযন্ত্র (computer) সাজানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে ভালো। এতে তাড়াতাড়ি এবং নির্ভুল ভাবে তথ্য সাজানো সম্ভব।

ঙ. পঞ্চম পর্যায়ে, তথ্য বিন্যাসের পর তাকে নানা মানচিত্রের মাধ্যমে দেখাতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরের বিষয় ধরে ধরে কথা বলার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অনুসারে নানা আঞ্চলিক এলাকায় ভাগ করে মানচিত্র আঁকতে হবে।

আর এভাবেই ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে ভাষা মানচিত্র তৈরি করা হয়।

১৪.৫.২ ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য উপাদান নির্বাচন-উপভাষা মানচিত্র

ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য যে উপাদানগুলি নির্বাচন করা হয় সেগুলি নানা ধরনের হতে পারে। যথা,

ক. শব্দ পদ বা পদগুচ্ছ

কোনও একটি অঞ্চলে কোনও বিষয় বোঝাতে কোন ধরনের শব্দ পদ বা পদগুচ্ছ ব্যবহৃত হচ্ছে তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন, জল আনার পাত্রকে কলসি বলছে না কুঁজো বলছে না ঘড়া বলছে নাকি হ্যারিকেন বলছে তা লক্ষ করা। কিংবা বাজার আনার অন্য—বাজারের থলে বলছে না ব্যাগ বলছে নাকি প্যাকেট বলছে তা লক্ষ্য করা।

খ. শব্দের অর্থ

একটি নির্দিষ্ট পাত্র কোন অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে তা দেখা। যেমন, শিষ্ট চালিত বাংলায় ঘড়া হল ধাতুনির্মিত জলপাত্র। কলসি, কুঁজো হল মাটির তৈরি জলপাত্র। পিপে হল কাঠের জলপাত্র তবে তেল রাখার জন্যেই ব্যবহৃত। মশক হল চামড়ার জলপাত্র। কলসি মাটির বোঝালেও অনেক সময় অন্য ধাতুর তৈরি হলে সেই ধাতুটির নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তামার কলসি, সোনার কলসি ইত্যাদি।

গ. *শব্দের উচ্চারণ*

একটি শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। স্বনিমগত বৈশিষ্ট্য এখানে দেখা হয়। যেমন, কোথায় 'জ' উচ্চারিত হচ্ছে আর কোথায় 'জ' (যেমন জানতি) উচ্চারণ হচ্ছে তা দেখা। কোথায় 'শ' আর কোথায় 'স' উচ্চারিত হচ্ছে তা দেখা ইত্যাদি।

ঘ. *রূপগত পার্থক্য*

দুটি রূপের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যেতে পারে। যেমন, 'নীড়' আর 'নীর' ইংরেজি 'Cof' আর 'caught' এক না আলাদা রূপ তা দেখা।

ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গেলে এই সব উপাদান বিশেষভাবে দেখতে হয়। এই ধরনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে উপভাষা মানচিত্র অঙ্কন করা। পরোক্ষ ক্ষেত্রসমীক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পাওয়া তথ্যের ওপরেও তা নির্ভর করে।

যুক্তরাষ্ট্রে স্বল্পসংখ্যক একক নিয়ে বহুসংখ্যক লোকের তথ্য লক্ষ্য করা হয়েছে। এর ফলে তৈরি হয়েছে অনুপুঙ্খ মানচিত্র। এই অনুপুঙ্খ মানচিত্রে ধরা পড়ে একটি বিশেষ ব্যবহার কোন অঞ্চলে বাড়ছে কিংবা কমছে। কেবল অঞ্চল ধরেই নয় সময় ধরেও ভাষা মানচিত্র তৈরি করা দরকার। দীর্ঘসময় ধরে দেখলেও এই বাড়া বা কমা বা লোপ পাওয়া বিষয়টি ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষা নিয়ে এ ধরনের ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে নিখুঁত ভাষামানচিত্র রচনার কাজ এখনো হয়নি।

১৪.৫.৩ ভাষা ব্যবহার চিহ্নিত করার বিভিন্ন সূচক ভাষা মানচিত্র

ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা হয়। এই চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সূচক (Index) ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ক. সমধ্বনি রেখা (Irophone)

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে মানচিত্র তৈরি হয়। এই মানচিত্রে একই ধরনের উচ্চারিত ধ্বনি আর একই ধরনে উচ্চারিত নয়, এমন ধ্বনি-র এলাকা নির্দেশ করা হয়।

খ. সমরূপ রেখা (Iromorph)

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে মানচিত্র অঙ্কন করা হয়।

গ. সমশব্দকোষ রেখা (Iro-suggmentic)

এই মানচিত্রে শব্দকোষগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়।

ঘ. সমবাক রেখা (Iro-lex)

একই ধরনের ব্যবহার এর সাদৃশ্যযুক্তগঠন ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়।

ঙ. সম শব্দার্থ রেখা (Iro-seme)

এই মানচিত্রে শব্দের অর্থ অনুসারে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়।

চ. সম ভাষা সংস্কৃতি রেখা (Iropleth)

ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজসংস্কৃতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়।

ছ. সম স্বর রেখা (Irotone)

একই ধরনের অধিধ্বনি অর্থাৎ শ্বাসাঘাত, প্রস্বর, যতি, দ্রুতি (Tempo) ইত্যাদি যে মানচিত্রে দেখানো হয়।

জ. সম শব্দ রেখা (Irogon)

কোনো একটি বিশেষ শব্দ যে অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় তার সীমা নির্ধারণ করে যে মানচিত্র আঁকা হয় তাকে সমশব্দরেখা বলে। অনেকগুলি সমশব্দরেখা যেগুলি কাছাকাছি আছে বা একটির ওপর আরেকটি এসে পড়েছে তাদের নিয়ে তৈরি হয় সমশব্দরেখাগুচ্ছ।

প্রথানুসারী মানচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি ধরনের মানচিত্র। যথা—

ক. বিভিন্ন রকম প্রতীক ব্যবহার। এক একটি প্রতীক এক একটি বিশেষ ব্যবহার প্রদর্শন করে। যেমন শস্যজাতীয় শব্দের জন্য একটি প্রতীক। গৃহজাতীয় শব্দের জন্য আরেকটি প্রতীক ইত্যাদি।

খ. দ্বিতীয় ধরনের মানচিত্রে সমশব্দ রেখাগুচ্ছ দিয়ে ভাষা ব্যবহারের ভৌগোলিক সীমারেখা অঙ্কন করা হয়।

১৪.৬ ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল

S. Potter জানান যে, বিস্তৃত সীমারেখার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ভাষারূপ অধ্যয়ন করা হল ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল।

ভাষা মানচিত্রে আমরা এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে ভাষা কেমন বদলে যাচ্ছে তা লক্ষ করি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এই ভাষারও পরিবর্তন ঘটে। সেগুলিও এই ভাষা মানচিত্রে লক্ষ করা হয়। অঞ্চলগত এই ভাষা পরিবর্তন বিবর্তনধর্মী। উল্লম্ব রেখা দ্বারা তা বোঝানো হয়। নীচের রেখাচিত্রে ভাষার অঞ্চলগত পরিবর্তন আনুভূমিক রেখা দ্বারা এবং সময়গত পরিবর্তন উল্লম্বের রেখার দ্বারা দেখানো হল।

স্থানগত বা অঞ্চলগত ভাষা পরিবর্তন-ই 'উপভাষার সীমা' নির্ধারণ করে। Server Pop দেখেন যে, কথ্য ভাষা বদলে যায়। বেশিদিন একভাবে থাকে না। জার্মানির নববৈয়াকরণগণ যেমন Brugmann, Osthoff, Paul, Delburuck প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি বোঝার জন্য উপভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁরা দেখেন যে জীবন্ত বা উপভাষা ভূগোল নিয়ে বিশেষ ভাবেন নি। উপভাষার অভিধান রচনা করার দিকে তারা বিশেষ মনোযোগ দেন।

আমাদের দেশেও বাংলা ভাষাকে ঘিরে উপভাষা মানচিত্র তৈরি করবার তেমন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। বরং উপভাষার অভিধান রচনা করার দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অথচ পাশ্চাত্যে বিশ শতকের প্রথমেই প্রকাশিত হয়েছে ভাষা মানচিত্র। Gillieron এর মানচিত্র ১৯০২ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এর আসা ১৯৮৮ তে Bruno Paulin Gaston মানচিত্র তৈরি করার পদ্ধতি কে Gilliéron এর ছাত্র Karl Jaberg এবং Jakob jub প্রকাশ করলেন ভাষা মানচিত্র (Sprach und-Sachatlas Italiens und der siidschewetz)। ১৯৩৯-৪৩ খ্রিস্টাব্দে H. Kurath, M. L. Hanley এবং B. Block ৭৩০টি মানচিত্রসহ প্রকাশ করলেন 'Atlas of New England'। আর এই মানচিত্র নির্মাণ প্রস্তুতি থেকেই জন্ম নিল 'The Linguistic Atlas of the United States and Canada' নামক মানচিত্র সিরিজ।

ক্ষেত্রসমীক্ষকগণ টেপ আর ডিস্ক ছাড়াও ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করলেন। Albert Dauzat তৈরি করলে নতুন ফরাসি মানচিত্র 'Le Nourel atlas Linguistique de la France' [NALF]। 'Golliéron' একটি মাত্র কালের আঞ্চলিক মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। Dauzat বহু শিক্ষিত ক্ষেত্র গবেষকের মাধ্যমে মুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই মানচিত্র তৈরি করলেন। তিনি সহজে গ্রহণ করা যায় এমন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন।

উপভাষা শব্দকোষ বা অভিধানের গুরুত্ব আছে। কিন্তু তার থেকেও প্রয়োজনীয় উপভাষা মানচিত্রের। কারণ, উপভাষা মানচিত্রে অঞ্চল অনুসারে উচ্চারণগত পার্থক্য এবং তার ব্যবহার সূক্ষ্মভাবে দেখা সম্ভব। উপভাষা জরিপ করার মাধ্যমে এই উপভাষা মানচিত্র তৈরি করা হয়। এই মানচিত্রে উপভাষার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব। ইংরেজি থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। উপভাষায় অভিধানে লেখা আছে burn শব্দটি। উপভাষার মানচিত্রে অঞ্চল অনুসারে তার উদাহরণগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। কোথাও তা উচ্চারিত হয় -born, কোথাও bon কোথাও boon ইত্যাদি। আর উপভাষায় এই স্পষ্ট চেহারা বোঝাতেই S. Pop 'LaDialectologic গ্রন্থে উপভাষা জরিপ করলেন। তৈরি করলেন উপভাষা চর্চার আন্তর্জাতিক সংস্থা। বুলেটিন প্রকাশ করলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল তৈরি করা ও আলোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্র এভাবেই গড়ে উঠল।

১৪.৭ সারাংশ

উপভাষা একই ভাষার রূপগত বৈচিত্র্য। অঞ্চল ভেদে এই যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকে আঞ্চলিক উপভাষা বলে। দুজন লোক যদি তাদের ভাষা ব্যবহার আলাদা হলেও পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারে তবে তার একই ভাষা ব্যবহার করছে কিন্তু উপভাষা ব্যবহার করছে পৃথক পৃথক। উপভাষার নিদর্শন সংগ্রহের জন্য প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষ যে কোনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বেশি বৈজ্ঞানিক তাই এটি ব্যবহার করাই ভালো। ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক বা খসড়া সমীক্ষা করা প্রয়োজন। ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য শব্দ, পদ, পদগুচ্ছ, শব্দের অর্থ, শব্দের উচ্চারণ, শব্দের রূপগত পার্থক্য প্রভৃতি উপাদান সংগ্রহ করে অনুপুঙ্খ ভাষা মানচিত্র তৈরি করা প্রয়োজন। ভাষা মানচিত্রে ভাষা ব্যবহার চিহ্নিত করবার নানারকম সূচক ব্যবহার করা হয় যেমন-সমধ্বনি রেখা, সমশব্দ রেখা, সমরূপরেখা, সমশব্দার্থ রেখা ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল তৈরি করার ক্ষেত্রে অঞ্চলগত ভাষাপরিবর্তন উপভাষার সীমা নির্দেশ করে। উপভাষা মানচিত্র তৈরি করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

১৪.৮ অনুশীলনী

১। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

ক. উপভাষা খ. পারস্পরিক যোগ্যতা গ. ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ঘ. সমশব্দরেখা

২। উপভাষা কাকে বলে ? উপভাষা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোধগম্যতার গুরুত্ব কোথায় তা আলোচনা করে সহজ ভাষা ও জটিল ভাষা বলতে কী বোঝায় তা দেখান।

৩। ক্ষেত্রসমীক্ষা বলতে কী বোঝায় ? নমুনা সংগ্রহ, উপাদান নির্বাচন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। উপভাষা মানচিত্র তৈরি করার বিভিন্ন স্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।

৫। ভাষা ব্যবহার চিহ্নিত করার বিভিন্ন সূচকগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা দিন।

৬। ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করুন।

১৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

দাশ, নির্মলকুমার, ১৯৯৭, উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলকাতা মনরুজ্জামান ১৯৯৪, উপভাষা চর্চার ভূমিকা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Anderson, J. A 1973, Structural Aspects of Language Change, Longman.

Chambers, J. K. & Trudgill, P. 1986, Dialectology, Cambridge University Press.

Kurath, H. 1972, Studies is Area Linguistics, Indian University Press.